মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুপ্রভাত

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. Kol RMS/474/2019-21
Published on 3rd March, 2021

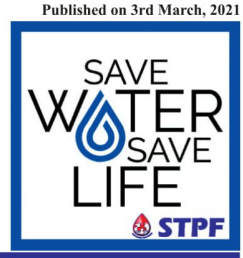

March, 2021 Volume-VII, Issue-I | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

সাড়া জাগানো প্রত্যাবর্ত্তন সমারোহ

স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন দিবসে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরের সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-শহর কলকাতায় অপূর্ব প্রয়াস। শিকাগো বিশ্বধর্মমহা সম্মেলনের শেষে স্বামী বিবেকানন্দের দেশে ফেরার দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে আলমবাজার মঠের এই উদ্যোগ বেশ কয়েকবছর ধরেই চলে আসছে। এবার ১৯ ফেব্রুয়ারিতে ছিল বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫ তম কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন ও আলম বাজার মঠে পদার্পণ দিবস উদ্‌যাপন। সমগ্র অনুষ্ঠানটির সঙ্গে সহযোগী সাথী হিসেবে ছিল সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন।

শিকাগো থেকে স্বামীজি জাহাজে করে এসে বজবজে নামেন। ফলে মূল অনুষ্ঠানটি বজবজ থেকেই শুরু হয়ে আলমবাজার মঠে এসে শেষ হয়। পূর্ব রেলের একটি বিশেষ সুসজ্জিত ট্রেনে স্বামীজির প্রতিকৃতি এসে শিয়ালদহতে পৌঁছায়। শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সূচনা করা হয়। স্টেশন চত্বরের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিসহ সেরাম থ্যালা সেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সম্পাদক এবং স্বামী বিবেকানন্দের কলকাতা প্রত্যাবর্তন দিবস উদ্‌যাপন কমিটির সহ সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। আলম বাজার মঠের সম্পাদক এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সহ সভাপতি স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজের নিরলস প্রচেষ্টায় কারণেই এই মহাপুরুষকে নিয়ে এধরনের একটা অনুষ্ঠান মানুষের মনে জায়গা করে নিচ্ছে।

শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছে অসংখ্য সামাজিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ এবং অনেক সাধারণ নাগরিক। শোভাযাত্রা মহাত্মা গান্ধী রোড, কলেজস্ট্রিট, বিধান সরণী, শ্যামবাজার, কাশীপুর রোড হয়ে আলমবাজার মঠে গিয়ে পৌঁছায়। চলার পথে অসংখ্য সংগঠনের পক্ষ থেকে এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ কারীদের পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। প্রত্যেকটি সম্বর্ধনা মঞ্চেই সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ। সম্বর্ধনায় আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠানকেও সম্বর্ধিত করে এই অনুষ্ঠানের অভ্যর্থনা কমিটির সদস্যরা। এই শোভাযাত্রাকে সম্বর্ধনা জানায় সুরেন্দ্রনাথ গ্রুপ অব কলেজের স্টাফ ও ছাত্র সংসদ, বয়েজ ক্লাব, নবযুবক সংঘ, সিটি কলেজ ছাত্র সংসদ ও প্রাক্তনী সংসদ, ২৭ নং ওয়ার্ড সিটিজেন ফোরাম, মৃণালিনী সমাজশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সত্যিকথা পত্রিকা, সিকদার বাগান ত্রিধারা, ফড়িয়াপুকুর কালীবাড়ি ইয়ং স্টার, কুমোরটুলি সার্বজনীন, বাগবাজার সারদা প্রাথমিক বিদ্যালয়, কাশীপুর সেবা এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন সহ আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। শোভাযাত্রা আলমবাজার মঠে পৌঁছলে সেখানে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ভাবগম্ভীর পরিবেশে স্বামীজিকে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করা হয়।

ঘাতক 'সুপারবাগ' থেকে সাবধান

সঞ্জীব আচার্য্য

সুপারবাগ কি? শরীরে অ্যান্টি বায়োটিক প্রতিরোধী শক্তি নিয়ে হানা দিচ্ছে যেসব ব্যাকটেরিয়া, 'ইউরোপিয়ান সেন্টার ফর ডিজিজ প্রিভেনশন অ্যান্ড কন্ট্রোল' (ইসিডিসি)-এর গবেষকরা তাদের নাম দিয়েছেন 'সুপারবাগ'। ইউরোপে সুপারবাগের আক্রমণে প্রতি বছর প্রায় ৪০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়।

করোনাভাইরাস যেমন চরিত্র বদল করতে পারে তেমনি ব্যাকটেরিয়ারাও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত হয়। অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ হল ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যায় বৃদ্ধি হওয়ার ক্ষমতাকে রোধ করা। কিন্তু মানুষের দেহের অভ্যন্তরে যদি মুঠো মুঠো অ্যান্টিবায়োটিক থাকে, তাহলে ব্যাকটেরিয়ারা ক্রমেই তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকে। জিনের গঠন এমনভাবে বদলে ফেলে যাতে নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকে কোনও কাজ না হয়। ফলে ব্যাকটেরিয়ারা হয়ে ওঠে আরও দোর্দন্ড ও সংক্রামক। এক শরীর থেকে দ্রুত অন্য শরীরে সংক্রমণ ছড়ানোর ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। তখনই তাদেরকে বলা হয় সুপারবাগ।

অবৈজ্ঞানিকভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের কারণে জীবাণুর সঙ্গে যুদ্ধ করার ক্ষমতা লোপ পাচ্ছে শরীরের। ফলে ইদানিং ভাইরাল ফিভার থেকে শুরু করে একটু অচেনা ব্যাকটিরিয়ার আক্রমণেই দুর্বল হয়ে পড়ছে শরীর। অজানা জ্বরের প্রকোপ বাড়ছে। বাড়ছে মৃত্যুও।

ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা বাড়ছে, সচেতনতা জরুরি

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের কথায়, অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী

(ড্রাগ-রেজিস্ট্যান্ট) ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের হার উর্দ্ধমুখী। এর মধ্যে শুধু 'ই কোলাই প্রায় ৩০ শতাংশ। মূত্রনালির অন্যান্য সংক্রমণ, ডায়ারিয়া, নিউমোনিয়া, রক্ত বা স্যালাইনের চ্যানেল থেকে ছড়ানো সংক্রমণের সংখ্যাও কম নয়। শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরাও বলছেন, ভয়াবহ সংক্রমন নিয়ে বহু শিশু তাঁদের কাছে আসছে। কোনও ওষুধে সুস্থ করা যাচ্ছে না। এর কারনও সেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। কারণ হচ্ছে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে দ্রুত সুস্থ হওয়ার তাগিদে অনেকেরকমের অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নিচ্ছেন বহু মানুষ। ফলে শরীরের নিজস্ব প্রতিরোধ ক্ষমতাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অল্পেই যে রোগ সারার কথা তা হয়ে উঠছে দুরারোগ্য। আরেকটি খারাপ দিকও রয়েছে। ভাল-মন্দ নির্বিশেষে শরীরের যেসব ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যাপারে স্পর্শকাতর সেগুলিকে অ্যান্টিবায়োটিক ধ্বংস করে দিতে পারে। এইভাবে শরীরে ব্যাকটেরিয়ার ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার ফলে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার পরে পেট খারাপ, ডায়েরিয়া, মুখের স্বাদ কমে যাওয়া, দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে।

উপায় কী

(১) চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অ্যান্টিবায়োটিক কখনও নেওয়া যাবে না। (২) প্রাকৃতিক উপায়ে খাওয়া দাওয়া করে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। (৩) পুষ্টিকর খাওয়ারে জোর দিতে হবে।

এক পলকে দেশ

প্রাপ্তি নেই

নয়াদিল্লি-কোভিড পরবর্তী সময়ে কেন্দ্রের বাজেট নতুন দিশা দেখাতে পারল না বলে আম জনতার মত। তবে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছেন।

মেট্রোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি-নোয়াপাড়া, দক্ষিণেশ্বর মেট্রোর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২২ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন হলেও আমজনতার জন্য তা চালু হল ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে।

পুদুচেরিতে ধস

নয়াদিল্লি-পুদুচেরিতে কংগ্রেস সরকারের পতন হল। শাসক জোটের ছ'জন মন্ত্রী, বিধায়ক দল ছাড়ার পরে সরকার সংখ্যালঘু হয়ে পরে। আস্থা ভোটে হেরে ইস্তফা দেন মুখ্যমন্ত্রী ভি নারায়ণস্বামী।

দেবভূমিতে বিপর্যয়

হরপা বানে বিধ্বস্ত দেবভূমি

কেদারনাথ-কেদারনাথ উপত্যকায় ৭ ফেব্রুয়ারিতে এক বিপর্যয়ের ফলে বাড়ি ঘর, দোকানপাট, স্কুলঘর, সড়ক সেতু ধ্বংস হল। ঋষিগঙ্গা নদীর ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পটির চিহ্ন নেই।

জ্বালানির সেঞ্চুরি

নয়াদিল্লি-ধাপে ধাপে পেট্রোলের দাম বেড়েই চলেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় পেট্রোলের দাম ১০০ টাকা ছুঁয়েছে। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে ডিজেলের দামও। রান্নার গ্যাসও ৮৫০-র দিকে।

মানছে না কেন্দ্র

নয়াদিল্লি-নতুন স্ট্রেনের কারণে দেশে করোনা রোগির সংখ্যা বাড়ছে। এই তত্ত্ব মানছে না কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক।

এক পলকে রাজ্য

রাজ্যে ৮ দফা

নিজস্ব প্রতিনিধি- রাজ্যে প্রথম দফার ভোট হচ্ছে ২৭ মার্চ। এরপরে যথাক্রমে রাজ্যে ১, ৬, ১০, ১৭, ২২, ২৬ এবং ২৯ এপ্রিল ভোটের নির্ঘন্ট স্থির হয়েছে। পুদুচেরি, কেরালা ও তামিলনাড়ুতে ভোট হবে এক দফায়। অসমে ৩ দফা এবং রাজ্যে ৮ দফায় ভোট নেওয়া হবে। ভোটের সময় এক ঘন্টা বাড়ানো হয়েছে। সমস্ত ভোট কেন্দ্র একতলায় করতে হবে। পাঁচ রাজ্যে ভোটের ফল ঘোষণা হবে ২ মে।

ভোটমুখী বাজেট

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র অসুস্থ থাকার কারণে এবার বিধানসভায় ভোট অন

অ্যাকাউন্ট পেশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। রাজ্যে উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে কল্পতরু হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিরোধীরা মুখ্যমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা বয়কট করেছে।

পেনশনের ফর্ম

নিজস্ব প্রতিনিধি-ষষ্ঠ বেতন কমিশন কার্যকর হওয়ার পর সংশোধিত হারে পেনশন পাবেন রাজ্য সরকারের অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা। আবেদনের ফর্ম সরলীকরণ করা হয়েছে।

টেট প্যানেল স্থগিত

নিজস্ব প্রতিনিধি-টেট উত্তীর্ণদের নিয়ে প্রকাশিত প্রথম প্যানেলের ওপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিয়োগ নিয়ে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

পরীক্ষা হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবার প্রিসাইডিং অফিসারদের পরীক্ষাও নিতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। স্বচ্ছতার স্বার্থে এবং প্রযুক্তিনির্ভর ভোট পরিচালনা করতেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় নির্বাচন কমিশন।

এখানে - ওখানে

প্রত্যাবর্ত্তন সমারোহে

স্বামী বিবেকানন্দের দেশে ফেরার ১২৫ তম দিবস উদ্‌যাপন সমারোহ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ত্রিধারার সম্বর্ধনা মঞ্চে সারদাত্মানন্দ মহারাজ ছোটু ছেত্রী এবং সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

বিবেকানন্দ ক্লাবের রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি-উল্টোডাঙ্গা বিবেকানন্দ ক্লাবের উদ্যোগে ১৪ ফেব্রুয়ারি রক্তদান উৎসব এবং পুলওয়ামা কান্ডে নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানটি এলাকার মানুষের নজর কেড়েছে। শহীদদের আত্মত্যাগ, তিতিক্ষা নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। (ছবি-৮-এর পাতায়)

বাগবাজার বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি-বাগবাজার কালচারাল সোসাইটির উদ্যোগে ১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হল বাগবাজার বইমেলা। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত অবিসংবাদিত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা পৌলমী চট্টোপাধ্যায়, বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব বিমল চক্রবর্তী ও বিলু দত্ত, এলাকার পৌর প্রতিনিধি বাপী ঘোষ সহ অন্যান্যরা। মুখ্য অতিথি হিসেবে ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। (ছবি-৮-এর পাতায়)

সরস্বতী বন্দনা

সরস্বতী পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি-প্রতি বছরের মতো এবারেও সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সরস্বতী পুজো। সকাল থেকেই পুজোর কাজে ব্যস্ত ছিলেন সংগঠনের সদস্যরা। অডিটোরিয়ামে একটি ছোট্ট সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও উপস্থাপনা করেন সকলে মিলে।

জন্মতিথি উদ্‌যাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি-স্বামী আত্মস্থানন্দ সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ১৪ ফেব্রুয়ারি রানীকুঠিতে জনসেবা উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের আমন্ত্রিত অতিথি এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

মিলনবীথির রক্তদান উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি-চোরবাগান এলাকার গীতাঞ্জলি মিলনবীথির রক্তদান উৎসব অনুষ্ঠিত হল ১৪ ফেব্রুয়ারি। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এলাকার অধিকাংশ মানুষ তাঁদের রক্তদান করেন। অনুষ্ঠানের রক্তদানের গুরুত্ব নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। (ছবি-৮-এর পাতায়)

চিত্র প্রদর্শনী

প্রদর্শনীর শেষ দিনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি-সরস্বতী পুজোর দিন, ১৬ ফেব্রুয়ারি চিত্রকূট আর্ট গ্যালারিতে বিশিষ্ট শিল্পীদের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর শেষ দিন ছিল। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য এবং এই সংগঠনের সদস্য শিল্পী রজত বোস। মুখ্য অতিথিদের হাত থেকে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণকারী শিল্পীরা শংসাপত্র গ্রহণ করেন।

বইমেলা

হৃষীকেশ পার্কে বইমেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি-আমহার্স্ট স্ট্রিটের হৃষীকেশ পার্কে বইমেলা চললো ২৮ জানুয়ারি থেকে ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন এই বইমেলায় অংশগ্রহণ করেছে। বইমেলায় সংগঠনের স্টল থেকে সাধারণ মানুষের ব্লাড প্রেসার মাপা, থ্যালাসেমিয়া রোধে জনসচেতনতা গড়ার জন্য বিভিন্ন রকম পরামর্শ দেওয়া হয়।

কম্বল বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজা রামমোহন সরণীতে সেভেন স্টার ক্লাবের উদ্যোগে সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে দুঃস্থ ও দরিদ্রদের মধ্যে কম্বল বিতরণের আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রাপকদের হাতে কম্বল তুলে দেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। (ছবি-৮-এর পাতায়)

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহ যোগিতায় মহাদেব পাত্র মেমোরিয়াল সোসাইটির উদ্যোগে ৩০ জানুয়ারি, ২০২১ এ মহাসমারোহে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হল। এই শিবিরে স্থানীয় এলাকার মানুষেরা তাঁদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান

বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য

নিজস্ব প্রতিনিধি-সুকিয়া স্ট্রিটে ১৩ ফেব্রুয়ারি বৃন্দাবন মাতৃমন্দিরের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় উৎসাহ দিতে বরাবরই এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথিদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এবছরের সেরা বৃত্তির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন আনন্দ কুমার। তাঁর হাতে বৃত্তির শংসাপত্র তুলে দেন সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে বৃন্দাবন মাতৃ মন্দিরের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করে সঞ্জীব আচার্য্য বলেন, এই জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা জুগিয়ে চলেছে এই প্রতিষ্ঠানটি।

আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ব্যাপক সাড়া

আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলী এবং প্রথম স্থানাধিকারীর সঙ্গে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-কঠিন গদ্য থেকে সুললিত পদ্যে ফেরার সূচনাপর্বেই সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন গত ৬ ফেব্রুয়ারি সারা বাংলা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল সংগঠনের অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে সংগঠনের কর্মকাণ্ড নিয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য।

এই আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বিচারকদের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন কবি বরুণ মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত সরকার এবং এমিলি ব্যানার্জি।

প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন সৌমী দত্ত। দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত হলেন অনির্বাণ কর এবং তৃতীয় হয়েছেন ঋষিজা দত্ত। এদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বিচারক এবং সংগঠনের সদস্যরা। আবৃত্তি প্রতিযোগিতার মাঝে সংগীত পরিবেশন করেন প্রিয়াঙ্ক শূর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যুইজ মাস্টার রাজীব সান্যাল। এই আবৃত্তি প্রতিযোগিতার আবহে চলতে থাকা কঠিন গদ্যের পরিবেশ একটু সময়ের জন্যে হলেও মানুষকে পদ্যমুখী করেছে।

JR
JYOTEE
BASMATI RICE

Available 1Kg, 5Kg, 10Kg, 15Kg
20Kg, 25Kg, 50Kg

Marketed by :
Karu International
A HOUSE OF EXPORT & IMPORT
13, Madanmohantala Street, Kolkata - 700 005
West Bengal, India
E-mail ; karuinternational2016@gmail.com

For Door to Door Delivery & Trade Enquiry
Office : 98307 52121, 98300 52800, 98301 52800
North Kolkata : 91630 76734
South Kolkata : 98365 85695

প্রয়াত ল্যারি

জিগার ওরফে ল্যারি কিং

ওয়াশিংটন-২৪ জানুয়ারি প্রয়াত হলেন ল্যারি কিং। অর্ধ শতাব্দী ধরে তামাম বিশ্বের সপ্রচার জগৎ মাতিয়ে রেখেছিলেন এই হার্ডে জিগার ওরফে ল্যারি কিং। ১৯৮৫ সাল থেকে একটানা তাঁরই নাম নামাঙ্কিত 'ল্যারি কিং লাইভ'-এ মজেছিল দর্শক। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ হাজার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রতিভা শুধু টিভিতে নয়, বেতারেও ছিলেন সপ্রতিভ।

নাসার শীর্ষে

ওয়াশিংটন-ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভব্যা লাল আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার 'অ্যাক্টিং টিফ অফ স্টাফ' হলেন। বাইডেন নির্বাচনে জেতার পরে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া পর্যালোচনায় যুক্ত ছিলেন। ভব্যা নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর।

সু-চি-র বিরুদ্ধে মামলা

ইয়াঙ্গন-ফের বন্দি করা হল দেশের নোবেলজয়ী নেত্রী আউংশান সুচি। ১ ফেব্রুয়ারি, সেনা অভ্যুত্থান ঘটে মায়ানমারে। আটক হল সুচি এবং একাধিক নেতা-নেত্রী। সদ্য নির্বাচনে সুচি-র দল বিপুল ভোটে জিতেছিল। সেনাদের সমর্থনপ্রাপ্ত দল বিশ্রিভাবে হেরে যায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা মায়ানমারে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পথ ফের ধাক্কা খেল।

নতুন ভিসা নীতি

ইংল্যান্ড-হংকংয়ের বাসিন্দাদের ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য নতুন ভিসা নীতি চালু করল ব্রিটেন সরকার। ব্রিটেনের পাসপোর্ট রয়েছে যাদের, তাঁরা এবং তাঁদের আত্মীয়েরা ব্রিটেনে বসবাস এবং কাজের জন্য অন লাইন ভিসার আবেদন করতে পারবেন। পাঁচ বছর পরে নাগরিকত্বের জন্যও আবেদন করা যাবে এই প্রক্রিয়াতে।

ভূমিকম্প ফিলিপিন্সে

ফিলিপিন্স-৭ ফেব্রুয়ারি প্রবল কম্পনে কেঁপে উঠল ফিলিপিন্সের একাংশ। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬.৩। প্রাথমিকভাবে হতাহতের কোন খবর নেই তবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

মঙ্গলের মাটিতে পা

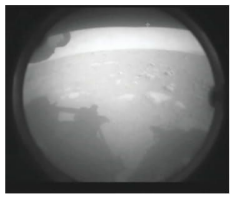

লস এঞ্জেলস-১৯ ফেব্রুয়ারি ভোরে মঙ্গলের মাটি ছুঁয়েছে নাসার 'পারসিভিয়ারেন্স'। শেষের সাতটা মিনিট ছিল রুদ্ধশ্বাস পরিস্থিতি। নাসার 'মার্স ২০২০' অভিযান শুরু হয়েছিল ২০১৩ সালে। লকডাউনের মধ্যে গতবছর ৩০ জুলাই অ্যাটলাস ফাইভে চেপে মঙ্গলে পাড়ি দেয় পারসি ভিয়ারেন্স। সঙ্গে নিয়ে যায় রোভার এবং ইনজেনুইটি হেলিকপ্টার ও ড্রোনকে। মঙ্গলের জিজিরো ক্রেটারে নেমেছে সে। লালগ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব ছিল কি না, তা খুঁজে দেখবে রোভার।

মালালাকে হুমকি

ইসলামাবাদ- ন' বছর আগে হামলায় প্রাণে বেঁচে যান মালালা ইউসুফজাই। তবে এবার কোনও ভুল হবে না। এভাবেই সরাসরি মালালাকে নিজের টুইটার অ্যাকাউন্ট থেকে খুনের হুমকি দিল তালিবান জঙ্গি এহসানুল্লা এহসান। এর আগে এই এহসানই মালালাকে প্রাণে মারার চেষ্টা করেছিল। এই ঘটনার পরে টুইট করেছেন খোদ মালালাও। পাক প্রধানমন্ত্রী ও তারে সেনাবাহিনীর কাছে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, কীভাবে সরকারের হেফাজত থেকে পালাতে পারল এই দাগি জঙ্গি।

সাগরপারের টুকিটাকি

নোবেলের দৌড়ে

স্টকহোম-নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেলেন আমেরিকার সদ্যপ্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, পরিবেশবাসী গ্রেটা থুনবার্গ, রাশিয়ার বিরোধী দলনেতা অ্যালেক্রেই নাভলিনি এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। বিশ্বের বিভিন্ন আইনসভার সদস্যরা, প্রাক্তন নোবেল বিজয়ীরা এই মনোনয়নের জন্য নাম প্রস্তাব করতে পারেন। সব দিক বিচার করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং চিহ্নিত করা হয় পুরস্কার বিজয়ীকে। সাধারণত নরওয়ের আইনসভার সদস্যরাই বিজয়ী বেছে নেওয়ার কাজটা করে।

টম মুরকে শ্রদ্ধা

১০ ডাউনিং স্ট্রিটে ক্যাপ্টেন টম মুরের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে হাততালি দিচ্ছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন এবং তাঁর পার্টনার ক্যারি সাইমন্ডস

লন্ডন-একশো বছর জন্মদিনের আগে জাতীয় স্বাস্থ্য পরিষেবার (এন এইচ এস) জন্য এক হাজার পাউন্ড সংগ্রহ করার আবেদন জানিয়েছিলেন প্রাক্তন সেনা ক্যাপ্টেন টম মুর। হাজার পাউন্ডের বদলে তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ পাউন্ড অর্থ সংগ্রহ হয়েছে। জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হন তিনি। কোভিড পজিটিভ অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ২ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন টম মুর। প্রাক্তন 'সেনা ক্যাপ্টেনে'র মৃত্যুতে দেশের জাতীয় পতাকা অর্ধনিমিত রাখা হয়। ৩ ফেব্রুয়ারি বিকেলে করতালি দিয়ে টমের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানালেন দেশবাসী। এন এইচ এসের পক্ষ থেকে জানানো হয়, ১৫ লক্ষ মানুষের কাছ থেকে মোট ৩,২৭,৯৪,৭০১ পাউন্ড সংগ্রহ হয়েছে টমের প্রয়ানে। গত জুলাই মাসে তাঁকে নাইটহুড দেন রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ।

প্রথা ভেঙ্গে

ভাটিকান-দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা প্রথা ভেঙ্গে চার্চ পরিচালন সমিতির উচ্চপদে নাতালি বেকার্ত (৫২) নামে এক মহিলাকে সদস্যপদ দিলেন পোপ ফ্রান্সিস। এই ফরাসি মহিলার নির্বাচনের পর এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন পোপ। চার্চের বিষয়ে যাতে মহিলার আরও বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসেন, তাঁর জন্যই এই সিদ্ধান্ত।

নীরবকে নিয়ে

লন্ডন-পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মামলায় লন্ডনের জেলে বন্দি হীরে ব্যবসায়ী নীরব মোদিকে ভারতে পাঠানোর নির্দেশ দিল ব্রিটেনের আদালত। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা এবং তদ্বির জারি রাখা।

প্রয়াত ক্রিস্টোফার

ওয়াশিংটন- 'সাউন্ড অব মিউজিক' -এর নায়ক ক্রিস্টোফার প্লামার (৯১) প্রয়াত হলেন ৫ ফেব্রুয়ারি। ১৯২৯ সালে টরেন্টোয় জন্ম। সিনেমায় আত্মপ্রকাশ ১৯৫৮ সালে। ২০১১ সালে 'বিগিনারস' ছবির জন্য অস্কার পেয়েছিলেন।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার প্রাইভেট লিমিটেড

৯৮৩০১৭৩৯৫০

(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য

MBBS, MD

ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

ইয়েলো ফিভার সম্বন্ধে জানতে চাই। আমরা ফেবিয়া যাবো। তাই ইয়েলো ফিভারের ভ্যাক্সিন নিতে হচ্ছে।

শতদল রায়, হাওড়া

উঃ আফ্রিকার অনেক দেশ বা দক্ষিণ আমেরিকায় যেতে গেলে ইয়েলো ফিভারের ভ্যাক্সিন নেওয়া আবশ্যিক, যাতে এই রোগ না হয়।

এই রোগ খুবই সাংঘাতিক, যা হয় ভাইরাস থেকে এবং মশার কামড়ের ফলে ছড়িয়ে পড়ে একজন থেকে আর একজনের দেহে। এই রোগ হয় আফ্রিকার কিছু অংশে এবং দক্ষিণ আমেরিকায়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জ্বর মাথাব্যথা, গা-হাত-পা ব্যথা, বমি প্রভৃতি খালি হয়। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে সাংঘাতিক উপসর্গ দেখা দিত পারে। যেমন—রক্তপাত, জন্ডিস, কিডনির, শক প্রভৃতি। সেক্ষেত্রে মৃত্যুও ঘটতে পারে। জন্ডিসের থেকেই এই রোগের নাম হয়েছে ইয়েলো ফিভার। এর নির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। আনুষঙ্গিক উপসর্গের চিকিৎসা করতে হয়। সুতরাং প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন নেওয়া খুবই জরুরী।

প্রঃ আমার বিলিরুবিন লেভেল সবসময় একটু বেশী থাকে। অথচ কোনো সমস্যা নেই, আর সব পরীক্ষা নিরীক্ষার রিপোর্ট নরম্যাল। ডাক্তারবাবু বলছেন এটা গিলবীটস সিনড্রোম। এ সম্বন্ধে আলোচনা করলে বাধিত হবো।

সমীরণ দত্ত, লেক রোড

এই অবস্থা অনেকেরই হয়। এটা সাংঘাতিক কিছু রোগ নয়। সাধারণত রক্তপরীক্ষা করতে গিয়ে রক্ত বিলিরুবিনের মাত্রা বেশী দেখার পরই এটা ধরা পড়ে।

এটা হয় জীনগত পরিবর্তনের জন্য, যার ফলে লিভারে বিলি রুবিনের ভাঙ্গন কমে যায় এবং শরীরে বিলিরুবিন জমে যায়। সাধারণত কোনো উপসর্গ থাকে না। তবে দুর্বলতা, বমি ভাব প্রভৃতি হতেও পারে। কখনও বা পেট ব্যথা হয়। চোখ, ত্বক, হলুদ হয়ে যেতে পারে।

নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করে যদি দেখা যায় যে কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। তবে এই রোগ হয়েছে বলা যেতে পারে। রক্তের হেপাটাইটিস বি, সি, সেরোলজি, আলট্রাসোনোগ্রাফি, লিভার স্ক্যান, লিভার, বায়োপ্সি প্রভৃতি করার দরকার হয়।

এর কোনো চিকিৎসার দরকার হয় না। বিলিরুবিনের মাত্রা অনেক বেড়ে গেলে ফেনোকরবিটাল দেওয়া হয় অনেক সময় স্ট্রেস, শরীরে জলের অভাব (Dehydration), ঘুম না হওয়া, উপোস করা (fasting), খুব ঠান্ডা প্রভৃতি থেকে বিলিরুবিন বেড়ে যেতে পারে। কাজেই এইসব এড়িয়ে চলতে হবে। জল খেতে হবে বেশী করে। ফল ও তাজা শাকসব্জী খেতে হবে। মাংস, ডিম, দুধের জিনিস, এসব কম করে খেতে হবে।

প্রঃ পেসমেকার কি এবং কেন করতে হয়?

রজন দাশগুপ্ত, সল্টলেক

উঃ পেসমেকার হল একটি ব্যাটারি চালিত ছোট যন্ত্র (Battery Operated Revice) যা আমাদের শরীরে স্থাপন করা হয় যখন কারও হার্ট ব্লক (Heart Block), বা কিছু স্কেলে হার্ট ফেলিওর (Heart Failure) থাকে।

হার্টের নিজস্ব পেসমেকার আছে, যার থেকে উদ্দীপনা (Impulse) তৈরি হয় এবং conduction system এর সাধারণ পুরো হার্টে ছড়িয়ে গিয়ে হার্ট সচল রাখে। প্রধানত sawode থেকেই উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং AV Node, HIS Purkiwje System এর মাধ্যমে পুরো হার্টে ছড়িয়ে পড়ে।

যখন এই উদ্দীপনা তৈরি বা ছড়িয়ে পড়াতে বাধা সৃষ্টি হয়, তাকে হার্ট ব্লক (Heart Block) বলা হয়। মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া (Skycope) প্রভৃতি এর উপসর্গ।

পেসমেকার একটি পার্লস জেনারেটর (pulse generator) থাকে, যা হার্টের জন্য উদ্দীপনা তৈরি করে। এটি ব্যাটারীচালিত এবং এর সঙ্গে লীড (Lead) যুক্ত থাকে। যা শিরার মধ্যে দিয়ে হার্টে প্রবেশ করিয়ে দক্ষিণ নিলয়ে স্থাপন করানো হয়।

যখন হার্ট ব্লক সাময়িক (Tem porary) হয়, অথবা যখন স্থায়ী পেসমেকার বসানোর আগে কিছু সময়ের দরকার হয়, তখন অস্থায়ী পেসমেকার বসানো হয়।

স্থায়ী পেসমেকার বসানোর সময় বুকের একদিকে (সাধারণতঃ ডানদিকে) কলার বোনের নীচে খানিকটা কাটা হয়। ঐ জায়গা লোকাল অ্যানেথেসিয়া দিয়ে অংশ করে দেওয়া হয় এবং রোগী সজ্ঞানে থাকে। শিরার মধ্য দিয়ে লীডকে হার্টের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং চামড়ার নীচে একটি জায়গা সৃষ্টি করে (pocket) যেখানে পালস জেনারেটার স্থাপন করা হয়।

প্রঃ কিলয়েড সম্বন্ধে জানতে চাই। এটা কি সারে?

ঝর্ণা চ্যাটার্জি, বালি

উঃ কিলয়েড হল একরকমের উঁচু হয়ে যাওয়া জিনিস, যা অনেকসময় কোন অপারেশনের জায়গা, ক্ষত, পোড়া জায়গা প্রভৃতি সেরে যাওয়ার পর সেই জায়গায় দেখা দেয়। সেরে যাওয়ার সময় কোলাজেন টিস্যুর আধিক্যের ফলেই এর সৃষ্টি হয়।

সাধারণত কোন ব্যথা বা চুলকানি হয় না। কিন্তু কিলয়েড বাড়তে থাকলে এসব হতে পারে। এর থেকে ক্যান্সার হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এর চিকিৎসা খুব একটা আশাপ্রদ নয়। অপারেশন করার পরও কিলয়েড ধীরে ধীরে ফিরে আসে। স্টেরয়েড ইনজেকশন করলে সাময়িক উপশম হয়। লেসার থেরাপি, রেডিয়ো থেরাপি, ক্রায়োসার্জারি প্রভৃতিও কাজে লাগতে পারে।

প্রঃ গল ব্লাডার পলিপ হলে কি অপারেশন করতেই হয়? এটা আসলে কি?

সুনন্দা দাশগুপ্ত, সল্টলেক

উঃ গল ব্লাডার বা পিত্তথলির গা থেকে যখন ভেতরের দিকে কিছু ফোলা অংশ বেড়িয়ে আসে, তাকে গল ব্লাডার /পলিপ বলা হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এরমধ্যে থাকে শুধু কোলেস্টেরল। কিছু ক্ষেত্রে এর মধ্যে টিউমার কোষ থাকে যা বিনাইন বা ম্যালিগন্যান্ট হতে পারে। মাত্র পাঁচ শতাংশ বা তারও কম ক্ষেত্রে পলিপ ম্যালিগন্যান্ট হয়।

(পুনর্মুদ্রন)

সম্পাদকীয়

প্রকৃতির রোষ

উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি জনপদে আবারও এক ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটল। সাত বছর আগে এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্মৃতিকে জাগিয়ে তুলেছে এই বিপর্যয়। একথাই স্পষ্ট করে বলা যায় অতীতের অভিজ্ঞতা, বাস্তবতা এবং বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মানুষ কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি। একবিংশ শতাব্দীর সভ্য মানুষ এবং সেই মানুষের দ্বারা নির্বাচিত সরকার প্রকৃতিকে নির্বিচারে শাসন করে এবং যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে উন্নয়নের ধ্বজা তুলে ধরছে। এব্যাপারে উত্তরাখণ্ড রাজ্য একেবারে সামনের সারিতে।

একথা অনস্বীকার্য তথাকথিত উন্নয়নের ঢক্কানিনাদে প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে দিয়ে বিপর্যয়কে ডেকে আনার এই প্রবণতা প্রমাণ করছে যে, একটা সুসভ্য দেশ ও জাতি হিসেবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পরিবেশ ও প্রকৃতি সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক সচেতনতা এবং দূরদর্শিতা থাকা প্রয়োজন, তা আমাদের কর্তাদের নেই। যদি থাকত, তাহলে বারংবার এরকম পরিণতির মুখে পড়তে হত না। ২০১৩ সালে আকাশ ভাঙ্গা বৃষ্টি এবং জলের তোড়ে প্রভূত ক্ষতি হয়েছে উত্তরাখণ্ডে। ভূতত্ত্ব ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা বলছেন, পাহাড়ের গায়ে পরিকল্পনাহীন নির্মাণ এবং নদীর খাত দখল করার কারণে জল বয়ে যাওয়ার পথ সঙ্কুচিত হয়ে যায়। ফলে জলস্তর বেড়ে বিপদ ডেকে আনে। উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ি মাটির বাঁধন দুর্বল এবং ভঙ্গুর। এখানে বড় বড় নির্মাণের ভার বহন করার ক্ষমতাও কম। এরপরে নগরায়ন ও উন্নয়নের নামে বিস্তৃত বনের গাছ কেটে সাফ করা হয়েছে। ফলে মাটির বাঁধন আলগা হয়েছে। এসব নিয়ে যদিও কারও ভাবার সময় নেই। জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করার জন্য বড় বড় বাঁধ নির্মাণ হয়েছে। সরকার চারধাম সংযোগ প্রকল্প নির্মাণ করছে। পাহাড়ের ঢাল কেটে ১২ মিটার চওড়া ৯০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তা বানাতে গিয়ে অসংখ্য গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। এ কাজের ফলে যে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে তাতেও মাটির বাঁধন আলগা হয়ে যাচ্ছে। নির্মাণকালে মানুষের ভিড় বাড়ছে আর তাদের জঞ্জাল গিয়ে পড়ছে নদী খাতে। জল প্রবাহের প্রাকৃতিক ছন্দে ব্যাঘাত ঘটছে। এরই ফলে অতি বৃষ্টি, মেঘ ভাঙ্গা বৃষ্টি, তুষার ধস, হরপা বান প্রভৃতি ঘটছে। যত্রতত্র জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করার ফলে প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলছে। বিশেষজ্ঞদের সাবধান বাণী শোনা হচ্ছে না।

উত্তরাখণ্ডের এই বিপর্যয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে হিমাচলেও। সেখানেও চলছে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা। লাহুল ও স্পিতিতে ১৬টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ চলছে। স্থানীয় মানুষ, পরিবেশবান্ধব সংগঠনগুলি এর বিরোধিতায় সরব। যে কোনো সময় বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। অবিলম্বে সরকারের উচিত বিশেষজ্ঞ ও ভূবিজ্ঞানীদের উপদেশ মেনে বাস্তব পথে উন্নয়নের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

উপাসক

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব ভট্টাচার্য

চন্দ্র মিটিবে, সূর্য্য মিটিবে, ত্রিগুণ-বিস্তার এ প্রপঞ্চ ব্রহ্মাণ্ড মিটিয়া গিয়া মহাপ্রলয় ঘটিবে তথাপি নিত্যবৃন্দাবনধামে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা বিহার কখনও মিটিবে না। জগৎ পিতা জগজ্জননীর ঐ ত্রিভঙ্গসঙ্গ-সুন্দর কলেবরে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ত্রি-ভঙ্গ-রঙ্গ দেখিয়া সফল ভেদ ভুলিয়া যাও। একবার বাবাকে মা, মাকে বাবা বলিয়া বাবা-মা এক করিয়া সহস্রাবে লইয়া চল। সেই চন্দ্র-সূর্য্য-সমুজ্জ্বল প্রফুল্ল সহবদল কমলকোষে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতির্ম্ময়ীর অভিন্ন কৈবল্য-লীলাস্থলে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া বল—কি জানি, কে তোমরা? বাবা হও মা হওও—বলিয়া দাও আমি কাহার? মায়ের উপাসক হও বা বাবার উপাসক হও, বাবা-মা যখন এক হইয়া যাইবেন তখন তাঁহাদিগকে লজ্জিত করিবার, অপ্রস্তুত করিবার এমন সুযোগ আর হইবে না। বাবা ও মা যখন বাবা কিম্বা মা বলিয়া আপন পরিচয় দিতে লজ্জায় অধোবদন হইবেন, জানিও, এ বিচারে সেইদিন তুমিই জয়ী। সন্তানের প্রশ্ন শুনিয়া তাঁহাদের সেই লজ্জাবনত মৌন বদনমণ্ডলে অপ্রতিভ মৃদুমধুর হাস্যচ্ছটা যে একবার দেখিয়াছে—কে মা কে বাবা কে ছোট কে বড়, এ সংশয় তাহারই জন্মের মত ঘুচিয়া গিয়াছে। তন্ত্রতত্ত্বের স্বজনবর্গ। জননীর অঞ্চলবিধি সাধকবর্ষ। যদি কাহারও কোনদিন এমন দিন ঘটিয়া থাকে অথবা ভবিষ্যতে ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে তবে এইদিন অথবা সেইদিনে দয়া করিয়া দীন-দয়াময়ীর এই দীনহীন সন্তানের কথা অন্তত অন্তরে স্মরণ করিও।

প্রমথনাথ বিশী	— পরচর্চা—অন্য সর্বপ্রকারে বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র সুখ।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— বই পড়াকে যথার্থ যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়।
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়	— যাঁহার দ্বারা অনেকের উপকার হয়, তিনি আমোদ-প্রমোদে বিরত হইয়া, ভোগ বিলাস পরিহার করিয়া, জগতের হিতের নিমিত্ত অর্থোপার্জনে বা জ্ঞানোপার্জনে সময় অতিবাহিত করেন, তিমিরাবৃত এই সংসারে তিনি দেবতা স্বরূপ।

মাসতামামি

১ মার্চ — ভারতে প্রথম ইস্পাত কারখানা টিসকো স্থাপিত হল ১৯০৮।
'পথের দাবী'-র ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার হল ১৯৩৯।

২ মার্চ — উত্তর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন হো চি মিন ১৯৪৬।

৩ মার্চ — টেলিফোন আবিষ্কারক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের জন্ম ১৮৪৭।
জামশেদজী টাটার জন্ম ১৮৩৯।
কবি কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের জন্ম ১৮৮৩।

৪ মার্চ — নয়াদিল্লিতে প্রথম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হল ১৯৫০।
কলকাতায় প্রথম মহিলাদের জন্য বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা হল ১৮৭৯।

৫ মার্চ — চৌ-এন লাই-এর জন্ম ১৮৯৮।
গান্ধী আরউইন চুক্তি ১৯৩১।
জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া স্থাপিত হল ১৮৫১।
ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো সাভেজকে কলকাতায় সম্বর্ধনা দেওয়া হল ২০০৫।

৬ মার্চ — রেঁনেসা খ্যাত শিল্পী মাইকেল অ্যাঞ্জোলোর জন্ম ১৪৭৫।
জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে গান্ধীজির বৈঠক ১৯১৫।

৭ মার্চ — পৃথিবী সহ অন্যান্য গ্রহকে পর্যবেক্ষনের জন্য নাসা থেকে রকেটের যাত্রা ২০০৯।

৮ মার্চ — বিশ্ব মহিলা দিবস।
গ্রহের গতিবিধি নিয়ে তৃতীয় সূত্র আবিষ্কার করলেন কেপলার ১৬১৮।

৯ মার্চ — লবন সত্যাগ্রহের জন্য ডান্ডি মার্চ শুরু ১৯৩০।
স্ফুটনিক-৯-কে মহাকাশে পাঠানো হল ১৯৬১।

১০ মার্চ — গ্রাহামবেল টেলিফোনে প্রথম কথা বললেন ১৮৭৬।
সবরমতী আশ্রমে প্রথম গ্রেপ্তার হলেন মহাত্মা গান্ধী ১৯২২।

১১ মার্চ — চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা স্থাপিত হল ১৯৬৩।
পেনিসিলিনের আবিষ্কারক আলেকজান্ডার ফ্লেমিংয়ের প্রয়াণ ১৯৫৫।

১২ মার্চ — সাহিত্য আকাদেমি চালু হল ১৯৫৪।
ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গলের জন্ম ১৮২০।

১৩ মার্চ — ওস্তাদ বিলায়েৎ খানের প্রয়াণ ২০০৪।
প্লুটো আবিষ্কার হল ১৯৩১।

১৪ মার্চ — আলবার্ট আইনস্টাইনের জন্ম ১৮৭৯।
বম্বেতে ভারতের প্রথম সবাক্ চলচ্চিত্র 'আলম আরা' মুক্তি পেল ১৯৩১।
গোয়া স্বাধীন হল ১৯৬২।

১৫ মার্চ — লেডি রানু মুখার্জির প্রয়াণ ২০০০।
মেরুট ষড়যন্ত্র মামলায় কম্যুনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল ১৯২৯।

১৬ মার্চ — মার্কিন সৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত মাই লাই কেলেঙ্কারি ভিয়েতনামে ১৯৬৮।
পানামা খাল নিয়ে চুক্তিতে সম্মতি জানাল মার্কিন সেনেট ১৯৭৮।

১৭ মার্চ — ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের উদ্বোধন হল ১৯২১।
বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানের জন্ম ১৯২০।

১৮ মার্চ — লেখক বিমল মিত্রের জন্ম ১৯১২।
রামমোহন লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হল ১৯০৫।
ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট গৃহীত ১৯১৫।

১৯ মার্চ — আফ্রিকার আবিষ্কারক ডেভিড লিভিংস্টোনের জন্ম ১৮১৩।
ইরাক আক্রমণ করল আমেরিকা ২০০৩।

২০ মার্চ — ভগৎ সিংহের ফাসি ১৯৩১।
আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি গ্রন্থটি প্রকাশিত হল ১৯১৬।

২১ মার্চ — বিশ্ব কবিতা দিবস।
দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা এবং প্রেস সেন্সরসিপ প্রত্যাহার করা হল ১৯৭৭।
ওস্তাদ বিসমিল্লা খানের জন্ম ১৯১৬।
ভারতের জাতীয় পতাকা গৃহীত হল ১৯২১।
কলকাতায় প্রথম পাবলিক লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা হল ১৮৩৬।

২২ মার্চ — মিশরে আরব লিগের প্রতিষ্ঠা ১৯৪৬।
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন চালু হল ১৭৯৩।

২৩ মার্চ — ভারত ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করল মুসলিম লিগ ১৯৪০।
আন্দামানে দ্বীপ দখল করল জাপান ১৯৪২।
প্রথম ইসলাম প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করল পাকিস্তান ১৯৫৬।

২৪ মার্চ — আগ্রা থেকে কলকাতা প্রথম টেলিগ্রাফ বার্তা সঞ্চালন শুরু ১৮৫৫।
অনুশীলন সমিতি গঠিত হল ১৯০২।

২৫ মার্চ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল পুরস্কার চুরি হল ২০০৪।
পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ স্বাধীন বাংলাদেশের দাবিতে আন্দোলন শুরু করল ১৯৭১।

২৬ মার্চ — বাংলাদেশে প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন ১৯৭২।

২৭ মার্চ — বিশ্ব নাটক দিবস।
রেভারেন্ড জেমস লং-এর প্রয়াণ ১৮৮৭।

২৮ মার্চ — কলকাতায় ইয়াসের আরাফৎকে সম্বর্ধনা ১৯৯০।
ভারত থেকে পালিয়ে বার্লিনে পৌঁছলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস ১৯৪১।

২৯ মার্চ — নাট্যকার, অভিনেতা উৎপল দত্তের জন্ম ১৯১৯।

৩০ মার্চ — অস্কার সম্মান পেলেন সত্যজিৎ রায় ১৯৯২।

৩১ মার্চ — পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল রাশিয়া ১৯৫৮।

হাততালি, চুনকালির পরোয়া যারা করেন না

পারিজাত বোস

ভোটের বাদ্যি শুরু হয়ে গেছে। হাওয়াটা অবশ্য আগেই উঠেছিল। বাদ্যি বাজার সঙ্গে সঙ্গে হুটোপাটাটাও অতিমাত্রায় চলছে। বুদ্ধিজীবীর তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। সেখানে নাম লেখাবার জন্য অনেকেই দাড়িয়ে। অবশ্য এবিষয়টা যতটা না বেশি খোলাখুলি, তার থেকে বেশি 'চুপকে চুপকে।' জ্ঞানীদের অনেকেই আকাশে প্রজ্জ্বলিত নয় কারণ দিনের আলোয় তাদের দেখা যাচ্ছে না। কেউ বুঝে শুনে একটু সাবধানে পদক্ষেপ করছেন। আবার কেউ জল মাপছেন। অনেকে আলাপ আলোচনার ওমে গা সেঁকে নিচ্ছেন। বই খুঁজে সেরা সেরা উদ্ধৃতি দাগানোর কাজ চলছে, যাতে প্রয়োজনে ঘাটতি না পরে। এই এতকিছু বিষয়ের থেকে যারা দূরত্ব বজায় রেখে ক্ষমতার চোখ রাঙানির দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারতেন তারাই এখন কেওয়াজ উৎপাদন করার জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ডাক পাচ্ছেন। অগত্যা তাঁরাও প্রফুল্ল চিত্তে আসন ভাগ করে নিচ্ছেন।

প্রচারের আলোর টান, সরকারি বদান্যতার লোভ, বড় বড় বুলি আওড়ানোর অভ্যাস দীর্ঘদিনের। কালে কালে এরা দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে বেড়ে আরও বেশি সংঘবদ্ধ হয়েছে/হতে হয়েছে। খবরের কাগজে লেখাজোকা, টিভি চ্যানেলে মুখ দেখানো, সোশ্যাল মিডিয়ার সামনে সারিতে চলে আসা, মিটিং মিছিলে উপস্থিত থেকে নিজস্বী তোলা, এসব ব্যাপারগুলো অনেকাংশেই নব্য প্রযুক্তি আর তার প্রজন্মের ফল। অর্থনীতির নিয়ম মেনে চাহিদা ও ঘাটতি বুঝেই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সভাসমিতির আড়ে বহর ঠিক করছেন। এদের অনেকের রাজনীতিটা লক্ষীর কৃপাধন্য। একদিকে নতুন নতুন মুখের সমাবেশ আর নৈবেদ্যর টানে শিবির বদলের দমকা হাওয়া, এই দুই মিলিয়ে যেন আমফানের হাওয়া বইছে। এটাই সারাংশ। আগে যা ছিল নির্দিষ্ট বৃত্তের মধ্যে আজ তারাই বুদ্ধিজীবীর তকমা

লাগিয়ে কাজ চালিয়ে দিচ্ছেন।

অনেকে আবার এসব দেখে নাক সিটকাচ্ছেন। আপত্তি কোথায়? দলবাজির সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কটা 'তেলে-বেগুনে'-র মতো হতে হবে—তা কোথায় লেখা আছে? উত্তর হবে হয় হ্যাঁ-বাচক অথবা না-বাচক। অবশ্য এছাড়া গতান্তর নেই। নেতিবাচক হলে বুঝতে হবে, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কটা ফিকে অবস্থায় রয়েছে। যদিও প্রতিদিনের রাজনীতির অঙ্গনে বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা সবসময়ই থেকে যায়। আগেও ছিল, এখনও আছে। উত্তরটা ইতিবাচক হলে একটু সীমানার বাইরে চলে যেতে হবে। অর্থাৎ যারা সর্বজন বিদিত বুদ্ধিজীবী, তাদের দিকে। এরা কারা? যাঁরা চলনে বলনে নির্লিপ্ত, বৃহৎ অট্টালিকায় থাকেন না, যাঁরা সমাজের বহুলাংশের মতকে কণ্ঠে ধারণ করেন—তারাই। কিছু গা জ্বালানো প্রশ্ন তুলে দেওয়া, পুরনো মতকে আঁকড়ে ধরা এবং বদ্ধমূল ধারণাকে প্রতিহত করাই একধরনের বুদ্ধিজীবীদের কাজ। এদের আবার ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা সরকার একেবারেই দেখতে পারে না।

গোলমালের কোন জায়গা নেই এই সংজ্ঞায়। যিনি প্রকৃতই চিন্তাবিদ্ তিনি নিজের ধর্মের গন্ডির মধ্যেই থাকেন এবং চারিদিকের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হন। বাঁধনহীন ও বাধ্যবাধকতার ধার ধারেন না। কোন দাদা বা নেতার গোষ্ঠীকে তোল্লাই দেওয়া বা চেপে দেওয়া তার কাজ নয়। ঘরের লোক হয়ে ওঠার নেশা তার নেই। এসব এখন কথার কথা। কাউকে সঠিক পথ দেখানোর লাইটহাউস এখন আর নেই। এখন বুদ্ধিজীবীর ছাপ্পা নিয়ে একদল চেষ্টা করে থাকে এসব তথাকথিত লোকদের টিকিয়ে না রাখা। এই সমস্ত বিষয়গুলোকে ভেঙ্গে চুরে একটা নিউ নর্মাল ধারণা সামনে নিয়ে আসা যাতে দলের মধ্যে অনেকেই এই নতুন ধারণার মানুষগুলোকে বুদ্ধিজীবী এবং নিরপেক্ষ ভাবতে পারে। এই ধারাটাই এখন চলছে। নিজস্ব চেনা গণ্ডির বাইরে থেকে কোন বুদ্ধিজীবীকে এনে দলের বুদ্ধিতে শান দেওয়ার কাজ চালানো হয়, তবে সেটা অনেকেরই অপছন্দের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

আবহমানকাল ধরে সবাই জানে একজন চিন্তাবিদ ততক্ষণই স্বাধীন এবং মনের দিক থেকে পরিষ্কার, যতক্ষণ তিনি কোন গোষ্ঠীতে নাম লেখাননি। শাসক বা বিরোধী কোন দিকেই তার ঝোঁকার ইচ্ছে নেই। অবশ্য কোন মতাদর্শের প্রতি তার নিশ্চই বিশ্বাস থাকবে, কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তার 'মাখোমাখো' ব্যাপারটা থাকতেই পারে, কোন প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে তিনি অংশও নিতে পারেন। কিন্তু এর কোনটাতেই তার সত্ত্বা বিকিয়ে দেবেন না। চিন্তার জগতে স্বাধীন থাকা মানে তার একটা পূর্ব ভিত্তি থাকবে। আমরা তাকেই চিন্তানায়ক বলি, যিনি মানুষের হয়ে কথা বলেন, দলবদ্ধ চিৎকারের সঙ্গে মিশে যান না, ঝাঁকের কইয়ের সঙ্গে গা মেলান না স্রোতের বিপরীতে চলার অভ্যাস আছে। অনেক সময় দেখা যায় এই ধরনের মানুষের কথাবার্তা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে হয় আবার কারও বিপক্ষেও যায়। যার পক্ষে গেল তিনি সেই দলের মুখপাত্র, এরকম ভাবাটা বোকার কাজ। তার আদর্শ অনেকসময় কারও কারও আদর্শের সঙ্গে মিলে যায়। তার মানেই এই নয় যে, তিনি তার দলে। যেখানে গভীর চিন্তনের প্রয়োজন, চিন্তার শুদ্ধতার প্রয়োজন, সততার প্রয়োজন সেখানে তিনি একঘর মানুষ। কারণ, হাততালি, চুনকালির পরোয়া তিনি করেন না, যা বলার তা তিনি সোজাসাপটা বলে ফেলেন।

এসব অবাস্তব কল্পনা নয়। সেই সক্রেটিসের আমল থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথের যুগ পর্যন্ত অনেক অনেক পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা। নিজের মতে অবিচল থাকার প্রত্যয় থেকে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখান করেছেন, সরকারি কমিটিতে ডাকা সত্ত্বেও যোগ দেন নি কারণ নিজের সত্ত্বা বিসর্জন দিতে হবে বলে, ৮০ সালের শেষে মুক্তিপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রে সেই বহু চর্চিত ডায়ালগ, 'দড়ি ধরে মারো টান, রাজা হবে খান খান' প্রত্যক্ষ করেছি।

সত্যি, হালের রাজনীতি কোথায় গেছে, পালের হাওয়া নিচ্ছে কেড়ে, আরও কত দেখতে হবে, কী জানি!

বাজেটে সাধারণ মানুষের আয় বাড়ানোর দিশা নেই

কিশোরকুমার বিশ্বাস

ভারতের অর্থব্যবস্থা অতিমারিতে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে অসংগঠিত ক্ষেত্রের। যে ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করাও মুশকিল। আশা করা যাচ্ছে আগামী অর্থবর্ষের (২০২১-২২) বাজেটে এমন কিছু থাকবে এবং বাজেট এত বড় হবে যাতে অর্থব্যবস্থাকে চাঙ্গা করা যায়। এই বাজেটে কী দেখা গেল?

বর্তমান অর্থবর্ষের বাজেট ঘাটতি করা হল ৯.৫% । অর্থাৎ জাতীয় আয়ের ৯.৫%। কিন্তু এই বাজেট ঘাটতি করে অর্থাৎ সরকারের সমগ্র আয়ের চেয়ে এই পরিমাণ ব্যায় বাড়িয়েও আশানুরূপ কাজ পাওয়া যাবে না। কারণ এই ঘাটতির মধ্যে ৩ লক্ষ কোটি টাকা আছে যা FCI-এর নেওয়া ঋণ ভারতীয় বাজেটের হিসাবে ঢুকিয়ে নেওয়ার জন্য। তাই এই ৩ লক্ষ কোটি টাকা আগেই খরচ হয়েছে খাদ্য কেনার জন্য এবারে কেবল ঋণশোধ।

বাজেটে কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়নি। দেশের অর্থব্যবস্থা চাঙ্গা করার জন্য কর্মসংস্থান জরুরি। কিন্তু এই বাজেটে সরাসরিভাবে এই বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কর্মসংস্থান বাড়াবার জন্য দু'ধরনের কাজের কথা বলা হয়। প্রথমত, কাজকে হাজির করা হবে, হতে পারে শ্রমিকের কাছে। যেমন ১০০ দিনের কাজ। দ্বিতীয়টি, কাজ এবং সুযোগ তৈরি করা যাতে শ্রমিক সেই কাজ গ্রহণ করতে পারে। এই বাজেটে আপাতত ১০০ দিনের কাজ (MGNREGA) এর টাকা 20-21 এর অর্থব্যবস্থার চেয়ে 21-22 অর্থবর্ষে

কম ধার্য করেছে।

অর্থমন্ত্রী মনে করেন বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্পে অনেক অর্থ ধার্য করা হয়েছে। সেখানে বহু শ্রমিকের কাজের সুযোগ আসবে। কিন্তু এই সমস্ত কাজের সুযোগের নিশ্চয়তা কম। এবং নতুন কাজ শুরু হতে অনেক সময় লাগবে। তাই মানুষের হাতে আয় আসার বিশেষ কোনো ব্যবস্থা নেই। যেমন ধরুন বাজেটে বলা হয়েছে বয়নশিল্প বাড়ানোর জন্য Textile Park বানানো হবে। যেখানে পোষাক তৈরি হলে বহু মানুষের চাকরি হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনার কোন সঠিক পদ্ধতি তৈরি হয়নি। এছাড়া ভারতের পোষাক শিল্পের প্রসারের সম্ভাবনাও কমে আসছে।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রের খরচ কমানো হয়েছে। ২০২১-২২-এর বাজেটে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে খরচ কমানো হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কৃষিক্ষেত্র। কৃষি গবেষণা এবং কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে মাত্র ১৫১ কোটি টাকা বাড়ানো হয়েছে। তবে মুদ্রাস্ফীতি যোগ করলে কী দাঁড়াবে ভাবতে হবে। তবে কৃষি, সমবায় এবং কৃষক উন্নয়ন যাতে প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ কমানো হয়েছে। গ্রামীণ কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ২০২১-২২ বাজেটে অর্থবরাদ্দ কম করা হয়েছে। আবার শিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থ বরাদ্দ কমানোও খুব উল্লেখযোগ্য একটা দুর্বলতা।

আমরা জানি কৃষিক্ষেত্রে অর্থবরাদ্দ কমালে তা সাধারণ মানুষের ওপর কত ক্ষতি হতে পারে। সবদিক বিচারে দেখা যাচ্ছে গ্রামীণ কর্মসংস্থানে বরাদ্দ কমানো আসলে আগামীদিনে সাধারণ মানুষের হাতে ক্রয়ক্ষমতা আরও কমবে তেমনই ইঙ্গিত। বেসরকারিকরণের লক্ষ্য বাড়ানো হয়েছে।

বাজেটে নতুন করে ২টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এরই একটা বীমা সংস্থা বেসরকারীকরণের পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে। ব্যাঙ্ক বেসরকারিকরণ ভারতে কোনও সুবিধা দিতে পারছে না বলেই বিভিন্ন গবেষণা উঠে আসছে। এর আগে যে কয়েকটি ক্ষেত্রে বেসরকারীকরণ হয়েছে বা সংযুক্তিকরণ হয়েছে তার ... চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে বেসরকারি সংস্থার অনেকেই সরকারের সাহায্য চাইছে সেখানে বেসরকারিকরণ মানুষের দুশ্চিন্তাই জড়ানো। এয়ারলাইন্স, ব্যাঙ্ক, টেলিকম সংস্থাগুলো ধুঁকছে। এইসব আসছে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের পালা। সরকারের উদ্দেশ্য হল কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় সকল সংস্থা থেকেই সরকারের উপস্থিতি বন্ধ করে বেসরকারিক্ষেত্রের হাতে ছেড়ে দেওয়া।

তাই দেখা যাচ্ছে ২০২১-২২-এ এরা বাজেটে সাধারণ মানুষের কর্মসংস্থানের কোনও বিশেষ সুযোগের কথা বলা নেই। সাধারণ মানুষের হাতে অর্থ যোগান দেওয়ার কথাও বলা নেই। তাই দেশে এখন যে চাহিদার ঘাটতি চলছে—যাকে বলা হচ্ছে আর্থিক বৃদ্ধি কমে যাওয়ার মূল কারণ—তা দূর করতে বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। উপরন্তু মানুষের রুজি রুটির বন্দোবস্ত কমানোর প্রবণতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এই বাজেট জনমুখী বাজেট হয়নি।

পৃষ্ঠা-৫

ভাষা সন্ত্রাস বন্ধে কারোর গা নেই

শরদিন্দু চ্যাটার্জি

আপনার আই ক্যাটার‍্যাক্ট অপারেশন হলে হাজার দশেক টাকা খরচ হবে। যদি চোখের ছানি কাটান তবে তিন-চার হাজারেই কাজ শেষ। মাস্টার টেলারের ফুল প্যান্টের চার্জ ৫০০ টাকা। দর্জির কাছে সেটা ৩০০ টাকা। ভাষাভিত্তিক আপনার স্ট্যাটাস আর স্টাইল অনেকটাই পাল্টে যায়। যেমন দুপরের খাওয়া আর লাঞ্চের মধ্যে খানিকটা তফাত আছে। গুড মর্নিং বলার মধ্যে যতটা কেতা লক্ষ্য করা যায়, সুপ্রভাত বললে খানিকটা ছোটো করা হয়ে যায়। ভাষা এখানে নদীর মতো বহমান। ব্যাকরণ, অভিধান এসব কিছুরই পরোয়া করে না। একটা শব্দকে ভিন্ন স্থানে ভিন্ন সামাজিক স্তরে, ভিন্ন পেশার স্তরে লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করে থাকে। অনেক বাঙালিরা আবার ইংরেজি বলতে পারার জন্য নিজেকে অনেকটা অন্যের থেকে আলাদা করে ভাবেন। যদিও দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে উচ্চারণে যথেষ্ট ভুল রয়েছে। তারা ভাবেন, কায়দা করে ইংরেজি বলতে পারলেই বাজার মাত।

আজকের বিষয়টা একটু অন্য রকমের। ভাষার নদীকে বাঁধ দিয়ে কি বিকৃত করার চেষ্টা চলছে? 'হিন্দি' আমাদের রাষ্ট্র ভাষা—এই প্রচার দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। আসলে সমাজে যোগাযোগ রক্ষা করার ভাষা বলে যে জিনিসটা রয়েছে, তাকে চেপে দেওয়ার চেষ্টা চলছে এবং হিন্দিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্বাচনের ধাক্কা যদি সামলাতে না হত তাহলে এই ভাষা সাম্রাজ্যবাদকে গলা টিপে মেরে ফেলা যেত। আমাদের দেশে এখনও পর্যন্ত ছ'শোর মতো ভাষা টিকে রয়েছে। অনেকে বলেন সংখ্যাটা সাতশোর কিছু বেশি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে প্রায় আড়াইশোটা ভাষা আমাদের দেশ থেকে সম্পূর্ণ ভাবে মুছে গেছে। হিসেবটাকে যদি পরিসংখ্যানে ফেলা যায় তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রতি সপ্তাহে আমাদের দেশ থেকে একটা করে ভাষা ভ্যানিশ হয়ে যাচ্ছে। তার সঙ্গে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সেই

ভাষাভাষীদের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। আমরা বাঙালিরা মাল্টি প্লেক্সে গিয়ে যেরকম উচ্চারণ করে জাতীয় সংগীত গাইছি, তাতে দেশপ্রেম তো জাগেই না উল্টে কষ্ট হয়। এই একইরকম কষ্ট দেশের অন্যান্য রাজ্যের মানুষেরও হয় যখন তারা নিজেদের ভাষায় তাদের প্রিয় গানটা গাইতে পারছেন না বা শুনতে পারছেন না।।

সেই কবে রবি ঠাকুর লিখেছিলেন, 'নানা ভাষা নানা মত নানা দেশের, নানা প্রদেশের অথবা প্রত্যন্ত অঞ্চলের শব্দ বা উচ্চারণ আমাদের ভাষাকে সময় শেখায়। যেমন 'চেয়ার'কে আমরা এখন আর কেউ 'কেদারা' বলি না। 'স্টেশনে'র জন্ম লগ্ন থেকেই একই নাম চলে আসছে। কেউ আমরা 'স্টেশন'কে 'পদঅবতরণিকা' বলি না। 'সাইনবোর্ড' ও তেমনি। 'পটেলিখা' আমরা কেউ বলি না, বলা সম্ভবও নয়। ভাষা বলার যে স্বতঃস্ফূর্ততা, তাকে আমরা না মান্য করে, বিকৃত করার কাজটা সজ্ঞানেই করে চলেছি। দৃশ্যশ্রাব্য মাধ্যমে অহরহ যা দেখছি আর যা শুনছি, তাতে বেশ অস্বস্তি হয়। এটাই না কি ভাষার আধুনিকতা। দৈনন্দিন জীবন যাপনে বাঙালি যে ভাষায় কথা বলছে, তা খুব স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে ভুল ভাষা, ভুল উচ্চারণ, ডাবিং করা বিজ্ঞাপনের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। একটা ককটেল ভাষা চর্চা চলছে। সোশ্যাল মিডিয়ার কথা যত কম বলা যায়, ততই ভাল।

বেশ কয়েকবছর ধরে দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনের খরচ বাঁচাতে অথবা কোন কারণে হিন্দি উচ্চারণ এবং তার বলার ভঙ্গিমাটাকে অহিন্দিভাষীদের মাতৃভাষার ওপর জোড় করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যেমন 'তোমরা আমাকে সাথ দাও', 'স্রিফ টি এম টি বারসে'—এটা আবার কেমনতর বাঙলা ভাষা। এসব বিচিত্র ধরনের ভাষা ইদানিং তরুণ থেকে বৃদ্ধরাও বলছে। যদি বুঝতাম সরাসরি বিদেশি ভাষা প্রয়োগ করা হচ্ছে, তাহলে একটা ব্যাপার। কিন্তু এসব হচ্ছে বাঙলা ভাষার গোড়া উপড়ে তাকে হত্যা করা। রাস্তাঘাটে এখন দোকানদারদের কাছে অনেকেই এখন 'গোবি পরোটা', 'সামোসা' চাইছেন। অথচ সিঙ্গাড়া বা কপির পরোটা বললে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে! এটা কোন আঞ্চলিকতাবাদ নয়, মাতৃভাষার প্রতি সম্মানের প্রশ্ন। উঁচু মাপের নেতারা এখন দিল্লি থেকে এসে রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিদ্যাসাগর ইত্যাদি আওড়াচ্ছেন অথচ বক্তৃতা দিচ্ছেন হিন্দিতে। একজন দোভাষীকে রেখে বাংলায় তর্জমা করালে কেমন হয়? অনেকে তো হিন্দি না ও বুঝতে পারেন। স্বাধীনতার বয়স এখন ৭৫। মাতৃভাষার স্বাধীনতার কি দৈন্যতা!

ইতিহাস, জীবনচর্চা, সংস্কৃতি, নেশা, পেশা এসবকে নিয়েই একটা ভাষা বয়ে চলে। 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' বিভিন্ন ভাষাকে মান্যতা দিয়েছে কিন্তু মানুষের প্রতিদিনের জীবনযাত্রার সঙ্গে যে ভাষা জড়িয়ে রয়েছে তার নিশ্চয়তা কে দেবে? আসলে মাতৃভাষার প্রতি একটা নিরেট ভালবাসা দরকার যা আগামীদিনে ঘটে চলা সমস্ত ঘটনার মুখের ওপর জবাব দিতে পারে। তাই ভাষা নিয়ে নিজের বোধটুকু গড়ে তুলতে হলে সগর্বে শুদ্ধ বাংলা ভাষাটাকেই ব্যবহার করতে হবে সর্বত্র।

ভাষা দিবস চলে গেলেই আবার শুনব, 'আমার বাংলাটা ঠিক আসে না'।

কবিতা

আমার কটকটিকে

অনির্বাণ কর

অফিসে মেয়েটা এত চিৎকার-চেঁচামেচি করে,
এমনকি ফোনেও..., যে আমি বিরক্ত হয়ে
ওর নাম দিয়েছি কটকটি।
এ হেন কটকটি আমাকে অবাক করল।
এই স্বার্থপর দুনিয়ায় অফিসের আকচা-
আকচিতে যখন একজন পুরুষ বা মহিলা
সহকর্মী আর একজন পুরুষ বা মহিলা
সহকর্মীকে তেমন কোনো সহযোগিতা
করে না,
একজন পুরুষ বা মহিলা আর একজন
মহিলা বা পুরুষকে তেমন কোনো
সহযোগিতা করে না অভিসন্ধি ছাড়া,
তখন কটকটি বিবেকের টানে কাজের
শেষে সহকর্মীদের সাহায্যে এগিয়ে
আসে।
বেঁচে থাক মা কটকটি
তোর সংস্পর্শে এসে মানবাত্মা শুদ্ধ হোক।

পরদেশি বন্ধুকে

জয়িতা ভট্টাচার্য্য

তুমি ভিনদেশি এক পাখি
কবি না অকবি জানিনা তো।
বলেছিলে একদিন মানুষই কবি
আসব তোমার দেশে দেখব
তোমার মাথার বেনী, খোঁপা
তোমার শাড়ির আলনা
দেখব তোমার মুক্ত আকাশ
জন্মদিনে রান্না হবে
ইলিশ ভাত,
আমি বলি এমন
করে হয় কবিতা?
কোথাও যে নেই অন্তমিল
বল্লে তুমি এই যে তোমার
তুমি আমি আমরা সবাই
মানুষেরই কবি।

দেশের জন্য

নির্মাল্য দাস

ঘুমের ঘোরে থাকিস না আর
ডাকছে যে দেশ, আজি,
মরা হয়ে থাকিস না ভাই
বল, যুদ্ধে যেতে রাজি।

দেশের গৌরব লুকিয়ে আছে
আমাদেরই মাঝে,
বৃথা কেন বসে আছিস
লেগে পর কাজে।

আসবি যদি এখনই আয়
মা আবার ডাকে,
দাসত্বের ডালা ফেলে আয়
স্বাধীন রাখতে তাকে।

মোদের দেশে ভিক্ষা বেশে
কেউ না যেন মরে,
আমরা সবাই মানব জাতি
জিতব লড়াই করে।

পশু পাখি সবাই মিলে
থাকবো বন্ধু হয়ে,
কেউ কাউকে দেখাবো না ভয়
বাঁচব নেচে গেয়ে।

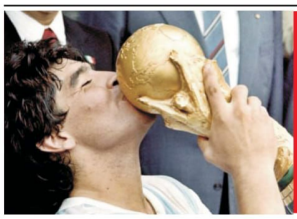

স্টেডিয়াম

কড়া শাস্তি ফাউলারের

নিজস্ব প্রতিনিধি-চার ম্যাচ নির্বাচন এবং ৫ লাখ টাকা জরিমানা হল ইস্টবেঙ্গল কোচ রবি ফাউলারের। ভারতীয় রেফারিদের সম্পর্কে অত্যন্ত মানহানিকর ও আপত্তিজনক মন্তব্য করার জন্য ফেডারেশনের শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কমিটি এই শাস্তির বিধান

কোচ রবি ফাউলার

দিয়েছে। কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন আইনজীবী উষানাথ ব্যানার্জি। জরিমানার টাকা অবিলম্বে দিতে হবে। অন্যথায় নির্বাসনের মেয়াদ বাড়তে পারে। ফাউলারের আচরণের ওপর এখন থেকে ভবিষ্যতের ম্যাচগুলোতে কড়া নজর রাখা হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের শেষে ফাউলারের শাস্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। এরপরে তিনি দলের কোচিংয়ের দায়িত্বে থাকতে পারবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রয়াত গোপাল খাঁড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাজ্য ভারত্তোলন সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি ও প্রাক্তন সচিব গোপাল খাঁড়ার জীবনাবসান হয়েছে। তাঁর বয়স হয়েছিল ১০২ বছর। খবরটি জানিয়েছেন, রাজ্য ভারত্তোলন সংস্থার সভাপতি চন্দন রায় চৌধুরী।

যেতে নিষেধ

ইংল্যান্ড-আশি উত্তীর্ণা মা এলিজাবেথ মারা গিয়েছেন। অথচ করোনা বিধির কারণে ক্লপ ইংল্যান্ড ছেড়ে মায়ের অন্তিম যাত্রায় অংশ নিতে পারলেন না। লিভারপুলের ম্যানেজার বলেছেন, 'করোনার কারনে জার্মানিতে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া যাবেনা।

বিশ্বরেকর্ড

ইথিওপিয়া-ইনডোরে ১,৫০০ মিটার দৌড়ে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ইথিওপিয়ার গুড়াপ সেগে। উত্তর ফ্রান্সে হওয়া এই দৌড়ে তাঁর সময় লেগেছে ৩ মিনিট ৫৩.০৯ সেকেন্ড। ২০১৪ সালে গেনজেবে দিবাবার গড়া বিশ্বরেকর্ড ভেঙ্গে দিলেন সেগে।

আফ্রিদির গোঁসা

লাহোর-করোনা কারণে আইসিসি এখন নতুন নিয়ম চালু করেছে। কোন ক্রিকেটারের টুপি আম্পায়াররা নেবেন না। সেই কারণে মুলতান সুলতান দলের তারকা আফ্রিদির টুপি নিতে অস্বীকার করেন আম্পায়ার। আফ্রিদির প্রশ্ন, বিশেষ জৈব সুরক্ষিত বলয়ে ক্রিকেটাররা থাকছেন, তাহলে টুপি নিতে বাধা কোথায়?

ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে ভারত

খেলা শেষের পর মোতেরায়,অক্ষর এবং রবিচন্দ্রন (ইনসেটে)

আমেদাবাদ-ভারত-বনাম ইংল্যান্ডের দিনরাতের টেস্ট মাত্র দেড় দিনে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে তুমুল ঝড় উঠেছে নতুন স্টেডিয়ামের বাইশ গজকে ঘিরে। অশ্বিন-অক্ষরের শাসন করা দেখে অনেক ভারতীয় প্রাক্তন স্পিনাররা যথেষ্ট খুশি হয়েছেন। আবার তাদের মধ্যে চিন্তাও এসেছে। কারণ এই মাঠের পিচের চরিত্র দেখে অনেকেই অবাক হয়েছেন। আসলে মাঠে দর্শকরা আসেন ব্যাট এবং বলের মধ্যে যুদ্ধ দেখতে। যেভাবে মাঠে প্রথম থেকে ধুলো উড়ছিল তাতে এই মাঠে ব্যাট ও বলের দ্বৈরথ দেখা একেবারেই সম্ভব নয়। এত কম সময়ে খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার রেকর্ড নেই বললেই চলে। প্রাক্তন ক্রিকেট তারকারা বলছেন, এই পিচ টেস্টের জন্য নয়। বিতর্ক আরও জমিয়ে দিয়েছেন বিরাট কোহালি। তিনি বলেছেন, 'পিচ বেশ ভালই ছিল। দু'একটা বল ঘুরছিল। দু'টো দলেরই ব্যাটিং আশাপ্রদ হয়নি।' গোলাপি বলের টেস্টে দু'দিন মিলিয়ে ৩০ টা উইকেট পড়েছে। এরমধ্যে ২৮টি পেয়েছেন স্পিনাররা। জো রুট ৮ রান দিয়ে ৫ উইকেট নিয়েছে। এই ম্যাচে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অক্ষর প্যাটেল। ম্যাচে ১১টি উইকেট পেয়েছেন। অক্ষরের দোসর রবিচন্দ্রন অশ্বিন, তার দখলে ৭টি উইকেট। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ফাইনালের দিকে আরও এগিয়ে গেল ভারত। মোট খেলা হয়েছে ১৩৯.৪ ওভার। এই ধরনের উইকেটে আসল পরীক্ষা হয় দক্ষতার। দু'দলের কোন ব্যাটসম্যানই সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলেন না। এটা ধৈর্য্যেরই অভাব।

বিদায় ডুপ্লেসির

জোহানেসবার্গ-টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক ফাফ ডুপ্লেসি। সামনে দুটি টি ২০ বিশ্বকাপ। এবছরে ভারতে এবং পরের বছর অস্ট্রেলিয়াতে। সেদিকেই এবার মনোনিবেশ করতে চান তিনি। অবসর প্রসঙ্গে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। ২০১২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল তাঁর। প্রথম ইনিংসে ৭৮ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর অপরাজিত ১১০ রানের সুবাদে ম্যাচ ড্র হয়েছিল। অভিষেক টেস্টেই ম্যাচের সেরার পুরস্কার জিতে নেন। মোট ৬৯টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। সম্প্রতি পাকিস্তানের মাটিতে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে হেরেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ডুপ্লেসির সাদা জার্সির সফর শেষ হল হার দিয়েই। তাঁর টেস্ট কেরিয়ারে রান ৪,১৬৩। শতরান রয়েছে ১০টি। সুযোগ পেলে একদিনের ক্রিকেটেও দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

বায়ার্ন রাজি

জার্মানি-লিভারপুল তারকা মহম্মদ সালাহকে চান তাঁরা। একথা জানিয়ে দিলেন বায়ার্ন মিউনিখের সিইও কার্ল হেইনজ রুমেনিগে। ইতিমধ্যে সালাহর সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁরা।

নিলামে উঠল ঝড়

চেন্নাই-চেন্নাইয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি আই পি এল-এর 'মিনি নিলাম' হয়ে গেল। এখানে মূলত অন্য দলের ছেড়ে দেওয়া ক্রিকেটারদের তোলা হয়েছিল নিলাম টেবলে। এখানে দর দাম নিয়ে যে ঝড় উঠল তা অতীতের সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার অল রাউন্ডার ক্রিস মরিসকে রাজস্থান রয়্যালস কিনে নিল ১৬.২৫ কোটি টাকায়। আই পি এল নিলামের ইতিহাসে সর্বোচ্চ দরে বিক্রি হওয়া ক্রিকেটার হয়ে গেলেন ক্রিস।

সেরিনার হার

মেলবোর্ন-অস্ট্রেলিয়া ওপেনে নেয়োমি ওসাকার কাছে হেরে গেলেন সেরিনা উইলিয়ামস। ২৪ তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে মার্গারেট কোর্টের রেকর্ড স্পর্শ করা হল না সেরিনার। গত ১৮ বছরে এই প্রথমবার অস্ট্রেলিয় ওপেনে ছিটকে গেলেন সেরিনা।

জখম উডস

লস এঞ্জেলস-গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন কিংবদন্তি গলফার টাইগার উডস। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে. পায়ের হাড় ভেঙেছে। জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারও করেছেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি

লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে সাতটা নাগাদ ক্যালিফোর্নিয়ার দিকেই তিনি গাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় রোলিং হিলস এস্টেট এবং র‍্যাঞ্চো পালোস ভার্দেস সীমান্তে উডসের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়।

প্রয়াত আলি

নিজস্ব প্রতিনিধি-ডেভিস কাপ দলের প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং কোচ আখতার আলি (৮২) ৬ ফেব্রুয়ারি মাঝরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর স্ত্রী, দুই কন্যা এবং একপুত্র বর্তমান। অজাতশত্রু আখতার আলির প্রয়াণের খবরে শোকের ছায়া নেমে আসে টেনিসমহলে। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করেছেন তিনি। তাঁর পুত্র জিসান আলিও বর্তমানে ভারতীয় দলের কোচ।

নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামের উদ্বোধন

বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্টেডিয়ামের তকমা পেল নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম

আমেদাবাদ-লৌহ মানব সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নাম পাল্টে মোতেরায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্টেডিয়ামের নামকরণ হল নরেন্দ্রমোদী স্টেডিয়াম। বেশ জাঁকজমক করে ২৪ ফেব্রুয়ারি স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। উদ্বোধনের মঞ্চ থেকেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঘোষণা করেন, আমরা এর নাম প্রধানমন্ত্রীর নামে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ এটা তাঁর স্বপ্নের প্রকল্প ছিল। এই স্টেডিয়ামেই ভারত-ইংল্যান্ডের টেস্ট ম্যাচ খেলা হয়েছে। স্টেডিয়ামের দু'দিকের প্যাভিলিয়নের নামকরণ হয়েছে দুই স্পনসর রিলায়্যান্স ও আদানি গোষ্ঠীর নামে। লৌহমানবের নামে করা হচ্ছে সমস্ত ক্রীড়াক্ষেত্রটি। ২১৫ একর জায়গার ওপর গড়ে উঠবে এই ক্রীড়াক্ষেত্র, থাকবে ২০টি স্টেডিয়াম।

চলে গেলেন স্পিংস

লাসভেগাস-কিংবদন্তি মহম্মদ আলিকে হারিয়ে হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়ে অবাক করে দিয়েছিলেন বিশ্বকে। সেই অলিম্পিকে সোনাজয়ী বক্সার লেয়ন স্পিংয়ের জীবনাবসান হয়েছে ৫ ফেব্রুয়ারি লাস ভেগাসে।

অপ্রতিরোধ্য কৃষ্ণ

গোয়া-আই এস এল-এর ফিরতি ডার্বিতে এটিকে মোহনবাগান এস সি ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ হারাল। এই ফিরতি বড় ম্যাচে ফের অপ্রতিরোধ্য হয়ে দেখা দিল রয় কৃষ্ণ।

মেডিসিন, হার্ট, ডায়াবেটিসের চিকিৎসায়—
ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MD (MEDICINE)
মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি সময় ২-৩০ মিনিট
সেরাম পলিক্লিনিক
৩২এ, রামকান্ত বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০৪
(শ্যামবাজার মনীন্দ্র কলেজের পাশের গলিতে)
যোগাযোগ ঃ 8697144314/8777052022

সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের কিছু বিশেষ মুহূর্ত

আবৃত্তিকার অনির্বাণ করকে পুরস্কৃত করছেন কবি বরুণ মুখোপাধ্যায়, মঞ্চে উপস্থিত সংগঠনের সদস্য রজত বোস ও তাপস চক্রবর্তী, স্বপন দে নিজস্ব চিত্র

আবৃত্তির মঞ্চে শিল্পী প্রিয়াঙ্কা শূর এবং কুইজ মাস্টার রাজীব সান্যালকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন সংগঠনের সদস্যা তৃষা বসু এবং স্বর্ণদীপ রায়চৌধুরী। নিজস্ব চিত্র

প্রতিযোগী ঋষিজা দত্তের হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন বিচারক এমিলি ব্যানার্জি। মঞ্চে উপস্থিত সংগঠনের সদস্য রামকৃষ্ণ বসাক ও শৈলেন পাল। নিজস্ব চিত্র

বাগবাজার বইমেলায় সঞ্জীব আচার্য্যকে সম্বর্ধনা নিজস্ব চিত্র

গীতাঞ্জলি মিলনবীথির রক্তদান উৎসবে বক্তব্য রাখছেন সম্পাদক নিজস্ব চিত্র

স্বামীজির ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন দিবসের অনুষ্ঠানে সংগঠনের মঞ্চ থেকে শোভাযাত্রাকে সম্বর্ধনা জানানো হচ্ছে নিজস্ব চিত্র

প্রতিযোগী পুত্র নাজিবুলকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন তাঁর মা এবং সংগঠনের সদস্যা রুবী মণ্ডল। নিজস্ব চিত্র

বিবেকানন্দ ক্লাবের অনুষ্ঠানে পুলওয়ামায় নিহত শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সম্পাদক নিজস্ব চিত্র

সেভেন স্টার ক্লাবের অনুষ্ঠানে ক্লাব সদস্যদের সঙ্গে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য নিজস্ব চিত্র

জ্ঞান ও চেতনা ম্যাগাজিন প্রকাশের অনুষ্ঠানে সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য সহ অন্যান্যরা নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্ছার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) শরদিন্দু চ্যাটার্জি, ২) রজত বোস, ৩) অনুপম রায়, ৪) রামকৃষ্ণ বসাক, ৫) রামপ্রসাদ চক্রবর্তী, ৬) শৈলেন পাল, ৭) মালঞ্চ সাহা, ৮) প্রিয়জিত ভৌমিক, ৯) অমল বোস, ১০) এস এস চন্দ, ১১) রুবী মণ্ডল, ১২) গোপাল সাহা, ১৩) আশীষ ভট্টাচার্য্য, ১৪) বর্বিতা দাস, ১৫) সুদীপা কর্মকার, ১৬) তপন ব্যানার্জি, ১৭) অশোক পাল, ১৮) প্রদীপ পাত্র, ১৯) সৈকত মুখার্জি, ২০) সোনালি বিশ্বাস, ২১) সঞ্চয় সাহা, ২২) পার্থ দাস, ২৩) সঞ্জয় সেনগুপ্ত, ২৪) সন্দীপ মিল, ২৫) তাপস কুমার চক্রবর্তী, ২৬) রিক্তা বিশ্বাস, ২৭) সুমনা কর, ২৮) অভিষেক কুমার মিত্র, ২৯) কৃতান্ত মণ্ডল, ৩০) পরিমল রায় চৌধুরী, ৩১) নবনীতা পাল, ৩২) রণিতা মিত্র, ৩৩) কুহু চ্যাটার্জি, ৩৪) দেবশঙ্কর নন্দী, ৩৫) অদিতি বসু, ৩৬) নমিতা পাল, ৩৭) মধু শেঠ, ৩৮) মধুমিতা পাত্র, ৩৯) অরবিন্দ নন্দী, ৪০) রাসবিহারী ব্যানার্জি, ৪১) পুলক শূর, ৪২) রুদ্র রায়, ৪৩) ডা. পি. কর্মকার, ৪৪) রীণা ঘোষাল, ৪৫) দেব পাল, ৪৬) রীতেশ ঘোষ, ৪৭) অমিতাভ সিনহা, ৪৮) মৌমিতা ঘোষ, ৪৯) শুভময় কুণ্ডু, ৫০) রেশমি নায়েক, ৫১) স্বপন দে, ৫২) চিত্রা শীল, ৫৩) আবীর চ্যাটার্জি, ৫৪) মীনাক্ষী পাল, ৫৫) সুবীর অধিকারী, ৫৬) সৌগত ভট্টাচার্য্য, ৫৭) সব্যসাচী বোস, ৫৮) স্বপন কুমার ভুঁইয়া, ৫৯) অভিজিৎ মাহাতো, ৬০) ইরা দত্ত, ৬১) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ, ৬২) শেখ নাজিবুল রহমান, ৬৩) তৃষা বসু, ৬৪) গৌতম শীল, ৬৫) লক্ষীনারায়ণ বিশ্বাস, ৬৬) ইন্দ্রনীল ব্যানার্জি, ৬৭) শ্যামল মুখার্জি, ৬৮) কমল মাইতি, ৬৯) চন্দন ঘোষ, ৭০) মোল্লা জামালউদ্দিন, ৭১) সুব্রত সাহা, ৭২) সুব্রত ঘোষ, ৭৩) শীলা নন্দী, ৭৪) প্রিয়াঙ্কা দত্ত।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা-৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০ ৬৫৭২, ৯৮৩০৫ ৬০২৯৬

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 98305 60296.